ভারত-চিত্র গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১

আর্য্য-নারী

প্রথম ভাগ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ,

ও

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত।

—*—

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

আর্য্য-নারী ১ম ভাগ

পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাঁধাই ১।০ সিকা।

"আর্য্য-নারী"

সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত।

স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি,—"'আর্য্যনারী' আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সম্যক্ আদরের বস্তু।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার,—"'আর্য্যনারী' বড় সুন্দর।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,—"অতি মহৎ কার্য্য সুন্দর সফল হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,—"গ্রন্থ সুপাঠ্য, লোকহিতকর।"

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল,—পুস্তক বাঙ্গালায় অমর হইবে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হইবে।"

কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী দাসী,—"আর্য্যনারী, জাতীয় সাহিত্যে উজ্জ্বল রত্ন।"

ভারতী,—"জাতীয় অমূল্য গ্রন্থাবলী,—জাতীয় উন্নতির সহায়; —সুললিত,—হৃদয়গ্রাহী।"

প্রবাসী,—"'আর্য্যনারী' কন্যা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার উপযুক্ত অতি উপাদেয় শ্রীপাঠ্য পুস্তক।"

বসুমতী,—"প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীরই এই পুস্তক খানি পাঠ করা উচিত। ইহার ভাষাও অতি প্রাঞ্জল।"

ঢাকাপ্রকাশ,—"এই পুস্তকের সকলই সুন্দর। ললনাগণ এরূপ গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলে সংসার আবার সুখের আগারে পরিণত হইবে।"

শিক্ষা-সমাচার;—"দেশের মহান্ অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই অতুলনীয়।"

ভারত-চিত্র গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্‌

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩১৬

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ

ও

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

প্রণীত।

—*—

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩১[illegible]
দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩১[illegible]

কলিকাতা,
[illegible]৬ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট,
কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ হালদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন

এবং

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জনের

নূতন গ্রন্থ—

সচিত্র

সরল চণ্ডী।

(হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমগ্র আখ্যান।)

বালকবালিকার, বধূর, বঙ্গগৃহিণীগণের

এবং

সর্ব্বসাধারণের সুপাঠ্য—

সরল সুললিত—সুন্দর।

ছবিগুলি অতি চমৎকার।

গ্রন্থ বৃহদক্ষরে রঙিন্ উৎকৃষ্ট ছাপা।

অতি সুন্দর বাঁধাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
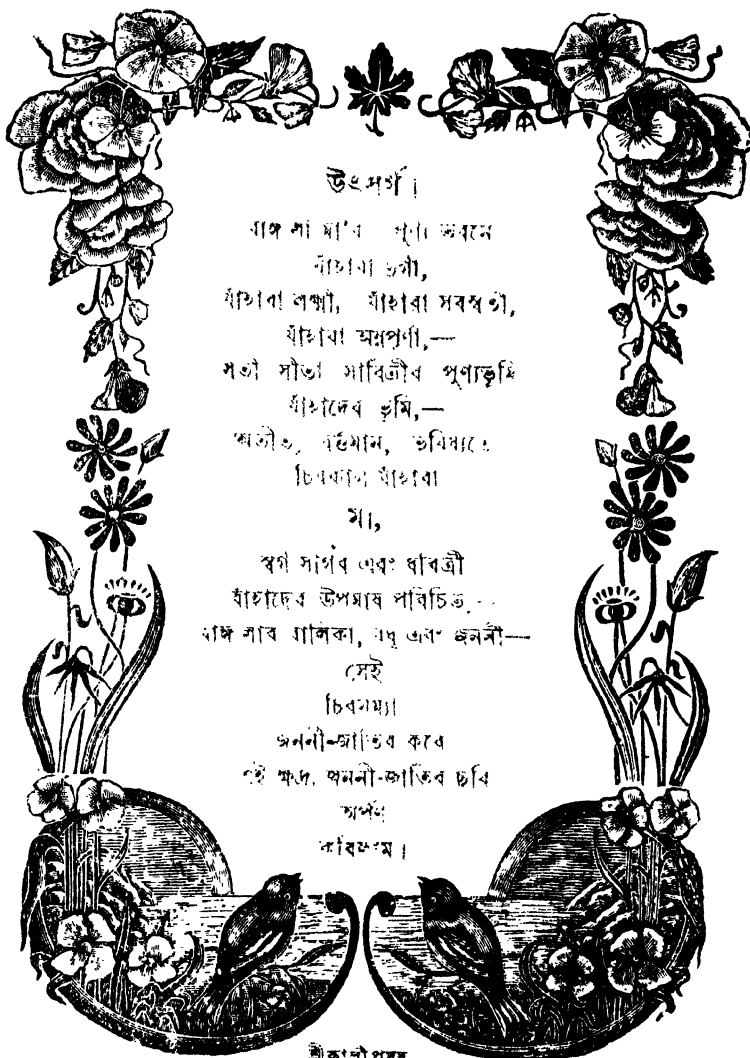
আর্য্য-নারী।

প্রথমভাগ।

উৎসর্গ।

বাঙ্গলা মা'র পুণ্য ভবনে
যাঁহারা দুর্গা,
যাঁহারা লক্ষ্মী, যাঁহারা সরস্বতী,
যাঁহারা অন্নপূর্ণা,—
সতী সীতা সাবিত্রীর পুণ্যভূমি
যাঁহাদের ভূমি,—
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে
চিরকাল যাঁহারা

মা,

স্বর্গ সাগর এবং ধারত্রী
যাঁহাদের উপমায় পরিচিত,—
বাঙ্গলার বালিকা, বধূ এবং জননী—
সেই
চিরনম্যা
জননী-জাতির করে
এই ক্ষুদ্র জননী-জাতির ছবি
অর্পণ
করিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন
শ্রীনিকারঞ্জন

— ❊ ❊ ❊ —

"কন্যাপেবং পালনীয়া,

শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে

রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

— ❊ ❊ ❊ —

আর্য্য-নারী।

প্রথম ভাগ।

সতী।

(১)

জগতের নারীবৃন্দকে সতীর ধর্ম্ম শিখাইবার জন্যই যেন, স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতী সতীরূপে দক্ষ-প্রজাপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যে সকল আদি রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ হইতে জগতের 'প্রজা' অর্থাৎ প্রাণীসমূহ উৎপন্ন হইয়া, যাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়মে জগতে বাস করিতেছে, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহারাই প্রজাপতি নামে বিখ্যাত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি-মানসে, প্রথমে মারীচ, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আদি ঋষিগণের এবং দক্ষ, নারদ ও ধর্ম্মদেব প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। দক্ষ-প্রজাপতি হইতে বহু

কন্যার উৎপত্তি হয়। সাতা'শ জন সাতা'শ নক্ষত্ররূপে চন্দ্রের স্ত্রী হইয়া আকাশে আছেন। ধর্ম্মের স্ত্রী-রূপিণী আর দশজন হইতে দেব ও মানবের বিবিধ গুণের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ দিব্যপুরুষ-গণ উৎপন্ন হইয়াছেন। অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে মরীচপুত্র কশ্যপ বিবাহ করেন। ইঁহাদিগ হইতেই দেব, দানব, দৈত্য, মানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা, পশু পক্ষী প্রভৃতি বিশ্ববাসী প্রায় সমুদয় স্বর্গীয় ও পার্থিব প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

সতী এই দক্ষ-প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা। দক্ষ এই কন্যা মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। মহাদেব অসীম শক্তি-শালী মহাযোগী মহাপুরুষ। সংসারে ও সন্ন্যাসে, ভোগে ও বৈরাগ্যে, স্বর্গে ও শ্মশানে, দেবে ও পিশাচে, মানবে ও পশুতে, রত্নভূষণে ও মৃতকঙ্কালে, চন্দনে ও চিতাভস্মে তাঁহার সমজ্ঞান। সর্ব্বভূতে এই সমজ্ঞান দেখাইবার জন্য তিনি শ্মশানবাসী। বাঘছাল তাঁহার বসন, কঙ্কালমালা ও ভুজঙ্গ তাঁহার ভূষণ, বৃষ তাঁহার বাহন, চিতাভস্ম তাঁহার বিরাট জ্যোতির্ম্ময় দেহের অনুলেপন, ভূত-প্রেত-পিশাচগণ তাঁহার সহচর।

স্বামীর এই বীভৎস বেশ-ভূষা ও আচরণে রাজর্ষিদুহিতা সতীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভয় বা ঘৃণার উদয় হইল না। মহাপ্রাণ স্বামীর মহাপ্রাণতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভক্তিভরে কায়মনে তিনি সম্পূর্ণরূপে পতির ধর্ম্ম অবলম্বনে সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনিও শ্মশানবাসিনী যোগিনী হইলেন, সোণার

অঙ্গে চিতাভস্ম মাখিলেন, স্বামী-সহচর ভূত-প্রেত-পিশাচগণকে জননীর ন্যায় স্নেহদানে তৃপ্ত ও তুষ্ট করিলেন।

(২)

আদি ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু নামে একজন ঋষি ছিলেন। কোন সময়ে তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ সকলে সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষরাজ যখন সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন, তখন সভাস্থ সকলে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু আপনার মহাভাবে বিভোর যোগীশ্বর,—সমস্ত লোকাচারের অতীত ভোলানাথ মহাদেব উঠিয়া তাঁহার প্রতি কোন সম্মান দেখাইলেন না।

দক্ষ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সভার মধ্যে মহাদেবকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন।

সম্মানে ও অবমাননায়, মিষ্ট সম্ভাষণে ও তিরস্কারে, ভক্তিতে ও অভক্তিতে, শুভ ও অশুভ ঘটনায় কোনরূপ চিত্তবিকারের অতীত ভোলানাথ নীরবে রহিলেন। দক্ষের আচরণে তাঁহার ভ্রুক্ষেপও নাই। কিন্তু মহাদেবের অনুচরবর্গের সঙ্গে দক্ষ ও সভাস্থ অন্য কাহারও কাহারও এই প্রসঙ্গে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। এই বিবাদ ক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিগণের বিনাশের কারণ হইতে পারে, তাই মহাদেব অনুচরবর্গ সহ সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দক্ষের মন মহাদেবের প্রতি দারুণ ক্রোধ ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া রহিল।